তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ – কি ও কেন (২)

সার্কভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকার আইন

সার্কভুক্ত বেশিরভাগ রাষ্ট্রই তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তন করেছে। পাকিস্তান সর্বপ্রথম ২০০২ সালে "Freedom of Information Ordinance, 2002" নামে একটি অধ্যাদেশ জারী করলেও রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলঙ্কা তাদের গৃহযুদ্ধের কারণে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করতে পারেনি। অন্যদিকে, নেপালে ২০০৭ সালে 'আরটিআই' আইন প্রণীত হয়েছে এবং নেপালের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভুটানে ২০০৭ সাল থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়নি। সদ্য সার্কভুক্ত দেশ আফগানিস্তানে সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করায় এখন পর্যন্ত আরটিআই আইন প্রণীত হয়নি। এছাড়া, মালদ্বীপ এ বিষয়ে নির্লিপ্ত।

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত ২০০২ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ এবং পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার আইন জারী করে। এ সংক্রান্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন দুটি কারণে অনুপ্রাণিত হয়। এক, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক এ সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশনা। দুই, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গৃহীত তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন। উদাহরণস্বরূপ মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্নাটক এবং দিল্লির নাম উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে অভিমত পোষণ করেছে যে, সংবিধানের আওতায় বাকস্বাধীনতা এবং জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার হচ্ছে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

বাংলাদেশ ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে বিশ্ব দরবারে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইন সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ সকল মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের করণীয়ঃ

- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সূচীবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
    - কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;
    - কর্তৃপক্ষের সকল নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ তার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;
    - কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ;
    - নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা;

- কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং এর কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।
- তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে।